OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 662 - 670
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতকের বাংলায় পশ্চিমী চিকিৎসাপদ্ধতি প্রয়োগে ঔপনিবেশিক তৎপরতা

ড. দেবাশিস সেনগুপ্ত
ইতিহাস বিভাগ
ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
Email ID: mailsgdebashis@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
নেটিভ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন, ফিভার হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, পশ্চিমী চিকিৎসাপদ্ধতি, জনস্বাস্থ্য।

Abstract
বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতক ছিল পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগ। ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে পোর্তুগীজরা এক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করলেও ইংরেজরাই পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানকে বাংলাসহ ভারতবর্ষে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। একেবারে শুরুর দিকে ব্রিটিশদের সৈন্যবাহিনীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়েছিল এবং সেই জন্য তারা নেটিভ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যেটি ছিল পশ্চিমী চিকিৎসাপদ্ধতি প্রয়োগের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়। কিন্তু সেই নেটিভ হাসপাতালে জ্বর ও প্লীহারোগে আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যা বাড়তে থাকার কারনে ইংরেজরা ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৮৩৫ সালে যখন তারা কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন চিকিৎসাক্ষেত্রে এই পাশ্চাত্যকরণ পক্রিয়া সম্পূর্ন হয়েছিল। এছাড়াও সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বহু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যার ফলে বাংলায় পশ্চিমী চিকিৎসাপদ্ধতির ভিত অনেকটাই মজবুত হয়েছিল।

Discussion

উনিশ শতকে বাংলার চিকিৎসাব্যবস্থার ইতিহাসে পশ্চিমী চিকিৎসাপদ্ধতির আগমন এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে পরিচিতি। ব্যবসাবাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তার সহ নানা কারণে ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমন ঘটলে তাদেরই মাধ্যমে এদেশে পশ্চিমী-চিকিৎসাবিজ্ঞানের আমদানি ঘটেছিল। এক্ষেত্রে পোর্তুগীজদের অবদান ছিল সর্বপ্রথম কারণ ১৫১০ সালে আলবুকার্ক-এর দ্বারা গোয়া আবিষ্কৃত হওয়ার পর সেখানে একটি রয়েল হাসপাতাল তিনি নির্মান করেছিলেন। তবে ভারতীয় ভূখন্ডে পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানের আমদানি প্রথম পোর্তুগীজদের হাত ধরে ঘটলেও একে স্থায়িত্ব প্রদান করেছিল ইংরেজরা। যার বাস্তব ফলশ্রুতি ঘটে ১৮৩৫ সালে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

সম্প্রতি সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে রোগ-ব্যাধি মহামারী ইত্যাদি বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের যেসব খ্যাতনামা ঐতিহাসিক এই রোগ-ব্যাধি-মহামারী ও জনস্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঘটিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ডেভিড আর্নল্ড। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বতন্ত্রতার নজির প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন উনিশ শতকে বাংলায় পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতীয় জনগণের শরীর বা স্বাস্থ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। অর্থাৎ শরীরের ঔপনিবেশিকরণ।[১] আর্নল্ড-এর গবেষণার সূত্রধরে পরবর্তীকালে বহু খ্যাতনামা গবেষক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত ভাবে গবেষণা করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঔপনিবেশিকতার প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান শুধুমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তারের একমাত্র কৌশলই নয় যা Daniel Headrick এবং Philip Curtin-এর মতো বিশিষ্ট গবেষক তাদের গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন।[২] বিশ্বময় পতি এবং মার্ক হ্যারিসনের মতো গবেষক তাদের গবেষণার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সংঘাত সম্বন্ধে ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতগুলি ধারাবাহিক তথ্য এবং সমতার দিকগুলি অষ্টাদশ শতকের প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তারা গবেষণার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ভারতে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যহীনতার পিছনে সরকারি ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।[৩] পুনম বালা তাঁর গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন বাংলায় সাম্রাজ্যবাদ আর চিকিৎসা ঔষধের নানা সামাজিক-ঐতিহাসিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার উপাখ্যান।[৪] তাছাড়া রোগ-মহামারী সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতা কিংবা সচেতন হস্তক্ষেপের পিছনে গূঢ় স্বার্থের খেলা লক্ষ্য করেছিলেন কবিতা রায়।[৫] সাম্প্রতিককালে কিছু বিশেষ জ্ঞান যারা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে থাকেন তারা ঔপনিবেশিকতা এবং ভারতবর্ষে পশ্চিমী ঔষধচর্চার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেছেন। এদের গবেষণার সূত্র ধরেই আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, কীভাবে ঔপনিবেশিক বাংলায় 'স্কুল ফর নেটিভ ইনষ্টিটিউশন' থেকে ফিভার হাসপাতাল এবং সেখান থেকে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চিকিৎসাব্যবস্থার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকরণ ঘটেছিলও পশ্চিমী ঔষধপত্রের আগমন ঘটেছিল।

ঔপনিবেশিক বাংলায় পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানের আগমনের ক্ষেত্রে মূলত যে কারণগুলিকে দায়ী করা হয় - ঔপনিবেশিক বাংলার পরিবেশ ও জলবায়ু; উনিশ শতকে বিভিন্ন মড়ক সৃষ্টিকারী রোগ-ব্যাধির আবির্ভাব; এইসব মহামারীরোধে দেশীয় সনাতনী চিকিৎসা পদ্ধাতির ব্যর্থতা; পশ্চিমী চিকিৎসাজগতে নিত্যনতুন আবিষ্কার এবং পাশ্চাত্যপন্থীদের তৎপরতা। এছাড়া ঔপনিবেশিক বাংলায় সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নানা সমস্যা। প্রবন্ধের প্রথমভাগে আমরা দেখব যে, কীভাবে ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়টি কোম্পানীর মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে তারা নেটিভ মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিল। পলাশী ও বক্সাসের যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে জয়লাভের পর কোম্পানির রাজ্যসীমা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অধিকৃত রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা এবং অন্যান্য রাজ্য জয়ের কথা ভেবে কোম্পানিকে ইউরোপীয় ও ভারতীয়, সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয়। কিন্তু আলোচ্য সময়ে সৈন্যবাহিনীর স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সমস্যা কোম্পানির সরকারকে যথেষ্ট চিন্তায় ফেলেছিল, কারণ উনিশ শতকের ভারতবর্ষ ছিল রোগ-ব্যাধি ও মহামারীর আঁতুড়ঘর এবং এগুলিই ছিল কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বুন্দেলখণ্ডের পিন্ডারী ও মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে মোতায়েন করা সৈন্যদের বেশীরভাগই ১৮১৭ সালে কলেরা নামক ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল এবং ৭৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল প্রতি সপ্তাহে। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে, ১৮৩১ সাল পর্যন্ত কলেরার এই বিধ্বংসী আক্রমন অব্যাহত ছিল। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কোম্পানির সঙ্গে ভারতে আগত ইউরোপীয় চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত, এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার বাংলার শিক্ষিত যুবকদের উৎসাহিত করেছিল যে, তারা যাতে পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত হয়। তবে ১৮২২ সালে সরকারিভাবে দেশীয় যুবকদের মধ্যে পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞান চালু করার আগে থেকেই তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এলোপ্যাথি চিকিৎসার ট্রেনিং নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে, সেনাবাহিনীতে কিংবা স্বাধীনভাবে চিকিৎসার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল, তৎকালীন বাংলায় যারা নেটিভ ডক্টরস হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল।[৬]

১৮১৩ খৃঃ পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, শিক্ষা খাতে বরাদ্ধ করা এক লক্ষ টাকার কিছু অংশ দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার কাজে ব্যয় করা হবে।[৭] তাছাড়া এর একবছর পূর্বে বিভিন্ন প্রেসিডেন্সিগুলির মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টরের সাহায্য করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আগ্রহী যুবকদের মেডিক্যাল ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অর্থাৎ সরকার শুধুমাত্র নেটিভদের পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার সুযোগ করে দিয়ে তার দায়িত্বের অবসান ঘটিয়েছিল অন্যদিকে, এদেশীয় মহামারীর প্রতিরোধ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে তার ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। যার ফলে কলেরা ও প্লেগের মতো ভয়ঙ্কর মহামারী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। মহামারীর প্রকোপ থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য কোম্পানির মেডিক্যাল বোর্ড এদেশীয় যুবকদের পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে একটি মেডিক্যাল স্কুল খোলার আবেদন জানিয়ে ১৮২২-এর ৯ই মে সরকারের কাছে একটি স্মারক লিপি পেশ করেছিল। সরকারের তরফ থেকে এই আবেদনে সাড়া দিলে স্কুল ফর নেটিভ ডক্টরস -এর মতো প্রতিষ্ঠান ১৮২২ সালের ২১ শে জুন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৯] এটি ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে প্রথম সরকারি উদ্যোগে নির্মিত চিকিৎসাবিদ্যালয়। সেই সময়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ময়রা। স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে তৎকালীন মেডিক্যাল বোর্ডের সেক্রেটারি সার্জন কোম্‌স ডেমিসনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। মাসিক ৮০০ টাকা বেতনের বিনিময়ে।[১০] ডা. ব্রেটন এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার পর চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন তা Select Committee-র রিপোর্টের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল।

> "Surgeon Breton immediately undertook the compilation of a vocabulary of the names of the different part of the human body and of medical and technical terms in the Roman, Persian and Nagree characters …together with some extremely well executed and tomical plastes."[১১]

১৮২৪ সালের অক্টোবর মাসে দি স্কুল ফর নেটিভ ডক্টর্স-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল 'The Native Medical Institution'।[১২] বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শি ডা. ব্রেটন যেভাবে NMI-কে পরিচালনা করেছিলেন তা এককথায় বিস্ময়কর। কিন্তু ঘটনা পরম্পায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাবর্ষের মেয়াদের স্বল্পতা ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাক্রম, শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কে ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব, এদেশীয় যুবকদের উৎসাহের অভাব ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে সরকার ১৮২৬ খৃঃ শেষ নাগাদ কলকাতা মাদ্রাসা এবং সংস্কৃত কলেজে ভারতীয় সনাতনী চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন, যা ১৮৩৫ খৃঃ পর্যন্ত কার্যকর ছিল।[১৩]

প্রবন্ধের দ্বিতীয়ভাগে আমরা দেখব যে, কীভাবে ব্রিটিশরা নেটিভ হাসপাতাল থেকে ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চিকিৎসাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকরণের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়েছিল। আলোচ্য সময়কালে কলকাতার বিভিন্ন-অংশে আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের জন্য নেটিভ হাসপাতালটি স্থাপিত হলেও সেখানে অন্যান্য রোগীদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছিল। রোগীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন জ্বর ও প্লীহারোগে আক্রান্ত।[১৪] নেটিভ হাসপাতালের উপর ক্রমশ চাপ বাড়তে থাকার কারণে সেখানকার শল্য চিকিৎসক জেমস রোনাল্ড মার্টিন ১৮৩৫ সালের ৯ই এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষদের কাছে একটি প্রাসঙ্গিক চিঠি প্রদান করেছিলেন। চিঠিতে উল্লেখিত কলকাতা ও শহরতলির জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা থেকে জানা যায় যে, সেই সময়ে দেশীয় চিকিৎসাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা আর্সেনিক ও পারদঘটিত ঔষধ দিয়ে প্লীহা রোগের চিকিৎসা করতেন। ফলে রোগীর মৃত্যু অবধারিত ছিল। এই রোগ নিরোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একটি ফিভার হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব জেমস রোনাল্ড মার্টিন তার চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন।[১৫] জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তি মার্টিনের চিঠিটি পেয়ে নেটিভ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ১৮৩৫ সালের ২০ শে মে একটি বিশেষ সভার আয়োজন করেছিলেন। সেই সভায় কলকাতার বিশপ প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ান জে.পি. গ্রান্ট, বি. হার্ডিং, টি.সি, রবার্টসন, জ্যাকসন, রামকমল সেন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়াও মার্টিন নিজে উপস্থিত ছিলেন।[১৬] সভাটির পারিচালনার দায়িত্ব ছিল লর্ড বিশপের উপর। কলকাতাসহ অন্যান্য অঞ্চলের জ্বরের প্রকোপের পরিপ্রেক্ষিতে ফিভার হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সভায় প্রথমেই উত্থাপন করেছিলেন W. Smith, নেটিভ হাসপাতালের অধ্যক্ষদের কাছে প্রস্তাবগুলি প্রয়োগ করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটির সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, লর্ড বিশপ, স্যার জে.পি.গ্রান্ট, রামকমল সেন, জে. আর মার্টিন এবং ডাক্তার এ. আর. জ্যাকসন। অন্যদিকে ১৮৩৫ সালের ১৮ই জুন নেটিভ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ একটি সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মতামত সম্পর্কে অবগত হতে চেয়েছিলেন। কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত সেই সভার সভাপতিত্বের দায়িত্বে ছিলেন স্মিথ এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ি দশজন দেশীয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ব্যক্তিকে ফিভার হাসপাতাল কমিটিতে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। যে দশজন দেশীয় ব্যক্তিকে স্থান দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রসময় দত্ত, রুস্তমজি কাওয়াজি, রাজা রাজনারায়ণ রায়, মতিলাল শীল, বিশ্বনাথ মতিলাল ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখরা।[১৭] অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। নেটিভ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে হাসপাতালের পারিচালক মন্ডলীতে যাতে রাখা হয়।

গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় যে, কলকাতায় ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ সরকার যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তারা চেষ্টা করেছিলেন যে, প্রতিষ্ঠানটি চালানোর অর্থ সংগ্রহ করবে আদায়ীকৃত রাজস্ব থেকে। সেজন্য কর ব্যবস্থার দিকটি ভালোভাবে চালানোর নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল।[১৮] এক্ষেত্রে তিনি আয়ারল্যান্ডের পদ্ধতি অনুসরণ করে হাসপাতাল চালানোর ক্ষেত্রে একটি নতুন স্থানীয় কর আরোপ করার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, স্থানীয় কর, সরকারি চিকিৎসক ও আমলাদের সহায়তা এবং সরকারি ঔষধাগারের ঔষধপত্র দিয়ে হাসপাতালের কাজ নির্বাহ করার। আবার ফিভার হাসপাতাল কমিটির অধীনে অনেকগুলি উপকমিটি গড়ে ওঠায় কলকাতা শহরাঞ্চলের জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নীরিক্ষা শুরু হয়েছিল। এছাড়া হাসপাতালের রূপরেখা প্রনয়ন নিয়েও উপকমিটি ভাবনাচিন্তা করছিল। তারা প্রথমেই যে বিষয়টির উপর জোড় দিয়েছিল তাতে কলকাতা ও শহরতলির দরিদ্র মানুষগুলির জন্য আড়াইশো শয্যাবিশিষ্ট এবং ইউরোপীয় চিকিৎসকের নিয়ন্ত্রনাধীন এক বা একাধিক হাসপাতাল স্থাপন করা। পাশাপাশি হাসপাতালের প্রসুতি বিভাগে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের রাখারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। উপকমিটি অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, এই হাসপাতাল স্থাপনের পাশাপাশি যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঔষধ বিতরণের জন্য বেশ কিছু চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা যায়।[১৯] সুতরাং কলকাতার পৌর জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার ইতিহাসে ফিভার হাসপাতালের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং এর মাধ্যমে সরকার চিকিৎসাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকরণের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়েছিল।

ইতিমধ্যেই বাংলার সামাজিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। উনিশ শতকের নবজাগরণ বাংলায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসারের পথকে আরও সুগম করেছিল। অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরের রাজনৈতিক শক্তিগুলি দুর্বল হয়ে পড়ার ফলে কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মতো কোন প্রতিদ্বন্দ্বিই অবশিষ্ট থাকেনি। ফলে সরকারের পক্ষে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। তা সত্ত্বেও লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং প্রচলিত মেডিক্যাল স্কুলগুলির শিক্ষার মান ও অগ্রগতি সম্পর্কে খতিয়ে দেখার জন্য ১৮৩৩ খৃঃ মিঃ গ্রান্টকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করেন। মি. গ্রান্ট ছাড়া কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন জে.সি.সি সাদার-ল্যান্ড, সি.ই. ট্রেভেলিয়ান, টমাস স্পেন্স, ডা. এমপে. ব্রামলি এবং একমাত্র ভারতীয় সদস্য রামকমল সেন।[২০] লর্ড বেন্টিং নিযুক্ত কমিটি পুরো একবছর ধরে চিকিৎসাশিক্ষা বিষয়ক সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করে ১৮৩৪ সালের ২০ অক্টোবর গভর্নর জেনারেলের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করেছিল। সেই রিপোর্টের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে –

> "Our serious opinion would be very respectfully submitted to your Lordship in council, that the best mode of fulfilling the great ends under consideration is for the state of found a medical college for the education of natives; in which the various branches of medical science cultivated in Europe shall be taught, and as near as possible on the most approved European system; the basis of which system shall be a reading and writing knowledge on the part of candidates pupils of the English language."[২১]

অর্থাৎ রিপোর্টের মাধ্যমে কমিটির সদস্যরা নেটিভ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশনের যে সমস্ত সীমাবদ্ধতা গুলি তুলে ধরেছিল সেগুলি হল - চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার সঙ্গের যুক্ত শিক্ষার্থীদের মান ছিল যথেষ্ট নিম্নমুখি, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত অপ্রতুলতা, অ্যানাটমি শিক্ষা সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞানের অভাব, শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ছিল, শিক্ষাবর্ষের মেয়াদ ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, সুপারিনটেনডেন্টের সঠিক নজরদারির অভাব, চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণের সময় নানারকম অসুবিধা।[২২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গ্রান্ট কমিটির রিপোর্টের মূল বক্তব্যই ছিল পূর্ববর্তী তিনটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কলকাতা মাদ্রাসা, সংস্কৃত কলেজ ও নেটিভ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশনকে তুলে দিয়ে পাশ্চাত্য রীতি মেনে সম্পূর্ণ নতুন একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করতে হবে এবং যার শিক্ষার মাধ্যম হবে অবশ্যই ইংরেজি, অবশেষে সব দিক বিচার বিবেচনা করে ১৮৩৫ সালের ২৮শে জানুয়ারি লর্ড বেন্টিং এক ঘোষণার মাধ্যমে এদেশীয় যুবকদের পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের নির্দেশ দেন। লর্ড বেন্টিঙ্কের ঘোষনা অনুসারে ১৮৩৫ সালের ১লা মার্চ ৫০ জন ছাত্র নিয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ডাঃ এম. জে. ব্রামলি ছিলেন এর প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট, পরে তিনি অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ১৮৩৫ সালে The Calcutta Courier পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে –

> "An important order of council appears in this day's Gazette, by which the Sanskrit College Medical class, the Medical class of the Madrassa; and the Native Medical Institution, are abolished, and in their place a new college is to be formed of which Dr. Bramley is made superintendent, for the instruction of native youths in various branches of medical science."[২৩]

ঔপনিবেশিক বাংলার চিকিৎসাব্যবস্থার ইতিহাসে ১৮৩৫ সালে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা এক যুগান্তকারী অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার চিকিৎসাক্ষেত্রে পাশ্চাত্য করনের লক্ষ্যে পুরোপুরি সফল হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ১৮৫১ সালে লন্ডনের 'The King's College Magazine' – এ মন্তব্য করা হয়েছে যে, -

> "While the institution was in its embryo, there were few marks of a promising character, and consequently it received very little encouragement; it is, however now the glory of India; and the ideas that the college suggests are more ennobling to the human mind than the lyre of a Sappho could ever breathe and passions more elevating to the soul than the classic effusions of poets can ever surpass."[২৪]

মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্টার মাধ্যমে একদিকে যেমন বাংলাসহ ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসার সুনিশ্চিত হয় অন্যদিকে তেমনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থারও খনিকটা উন্নতি হয়। সুতরাং ১৮৩৫ সালে কলকাতায় মেডিক্যাল প্রতিষ্টার মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৮৩৬ সালের ১০ই জানুয়ারি দিনটি মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ ঐ দিন পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত তাঁর চারজন উৎসাহী ছাত্রের সহযোগে (রাজকৃষ্ণ দে, উমাচরণ শেঠ, দ্বারকা নাথ গুপ্ত ও নবীনচন্দ্র মিত্র) এবং শারীরবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ গুডিবের উপিস্থিতিতে নিজ হস্তে শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। পন্ডিত মধুসূদন গুপ্তের এই আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছিল তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ও অধ্যাবসার মাধ্যমে। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রে অর্থাৎ চরক ও সুশ্রুতের রচনায় যে মনুষ্য শবব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে ইঙ্গিত আছে তা তিনি জানতেন। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ৫০ বার তোপ ধবনির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘটনাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল।[২৫] এ প্রসঙ্গে রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেবের – "The Early History and Growth of Calcutta" গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে –

> "It is said that a gun was fired from the ramparts of Fort William in honour of the performance of the dissection of the human bodies by the Hindu student, Babu Madhu Sudan Gupta."[২৬]

কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল যে, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রথম হিন্দু শবব্যবচ্ছেদকারীকে ছিলেন তা নিয়ে। মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডাঃ ব্রামলি পন্ডিত মধুসূদন গুপ্তকে প্রথম হিন্দু শবব্যবচ্ছেদকারী হিসেবে চিহ্নিত করলেও বেথুন সাহেবের মতে, এই কৃতিত্ব ছাত্র রাজকৃষ্ণদেরই প্রাপ্য। এই শব ব্যবচ্ছেদদের ঘটনাটি ব্রামলি গোপন রাখতে চেয়েছিলেন কারণ শবব্যবচ্ছেদকারীর নাম প্রকাশ্যে এলে গোঁড়া হিন্দু সমাজ তাঁকে বহিষ্কার করতে পারে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই আশঙ্কায় তিনি যতটা পেরেছেন গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আলেকডান্ডার ডাফ-এর জীবনিকার জর্জ স্মিথও উল্লেখ করেছেন যে, তৎকালীন সমাজের গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় এই শবব্যবচ্ছেদের তীব্র বিরোধিতা করে আসছিল। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, শবব্যবচ্ছেদের দিন যাতে প্রতিবাদকারীরা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অর্থাৎ সুশ্রুতের আমলের বহুবছর বাদে অ্যানাটমি শিক্ষায় শবব্যবচ্ছেদ ফিরে আসে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এই ঘটনার মাধ্যমে।[২৭] Centenary of Medical College of Bengal-এ এই ঘটনাকে স্বাগত জানিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে যে, -

> "This day will ever be marked in the annals of Western Medical Education in India, when India rose superior to the prejudices of their education and thus boldly flung open the gates of modern medical science to their countrymen."[২৮]

উনিশ শতকে কুসংস্কার ভাঙার কাজটা যে প্রথম মধুসূদন গুপ্ত করেছিলেন সে প্রসঙ্গে ১৮৬৬ খৃঃ The Calcutta Review পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে, -

> "Dissections were introduced by the most gradual and cautions steps under the personal supervision of Dr. Goodeve. The late Mudoosoodun Goopta, rising above the prejudices of the age, was the first to handle the dissecting knife and thereby showed the necessity and importance of studying anatomy in the dissecting room."[২৯]

অন্যদিকে সে যুগের প্রখ্যাত সার্জন ডাঃ গোপাল চন্দ্র রায় জানিয়েছেন যে, মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ছাত্ররা মনুষ্য শবব্যবচ্ছেদ থেকে দূরেই থাকতেন। মধুসূদন গুপ্তই ছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি কুসংস্কারকে দূরে ঠেলে দিয়ে শবব্যবচ্ছেদের জন্য ছুরি হাতে তুলে নিয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর উপর আশীর্বাদ স্বরূপ যে বিজ্ঞানতার পথকে এই মাধ্যমে সুগম করে দিয়েছিল। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার দুবছর পরে ডা. গুডিব মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শবব্যবচ্ছেদের আগ্রহ লক্ষ্য করে বলেছেন এই সময়ের মধ্যে হিন্দু মেডিক্যাল ছাত্রদের ব্যবহারিক শারীরবিদ্যা ইউরোপ এবং আমেরিকায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে শবব্যবচ্ছেদের সংখ্যা বাড়ার কারণে জায়গা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ফলে মূল কক্ষের সংলগ্ন একটি অতিরিক্ত ঘর তৈরি করে সেখানে ২৫০ জনের অধিক ছাত্রের ক্লাস করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৩০] সুতরাং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সে দিনের ঘটনা ভারতবাসীকে যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানও যুক্তি নির্ভর বাস্তব জীবনের মূলস্রোতে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল।

মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করেছিলেন যে, এদেশীয় যুবকদের পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে পারদর্শি করে তুলতে হলে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রয়োজন, শুধুমাত্র ইংরাজী ভাষার উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন ডব্লু. বি. ওসানেসি কারণ ১৮৩২ সালে ভারতে আসার পূর্বে তিনি ফ্রান্সের শিক্ষক শিক্ষন স্কুলের কার্যকলাপ থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ভারতবর্ষে এসে চিকিৎসকদের অভাব মেটানোর জন্য অতিস্বল্প সময়ে তিনি একটি পরিকল্পনা তৈরী করে মেজর টেলারের মাধ্যমে তা উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে পেশ করেছিলেন। বেন্টিং সেই পরিকল্পনাটি চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত কমিটির কাছে পাঠালেও কোন লাভ হয়নি। ১৮৩৮ সালের শেষার্ধে ওসানেসি পুনরায় তার পরিকল্পনাটি সহকর্মীদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। ডা. গুডিভ ও ডা. এগারটন তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে পরিকল্পনাটি শিক্ষাবিভাগের কাছে পাঠালে দীর্ঘ আলোচনার পর এটি গৃহীত হয়েছিল এবং হিন্দি ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্লাস শুরু হয়েছিল।[৩১] তাছাড়া ডা. ওসানেসির গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ হল ১৮৩৬ খৃঃ তিনি মেডিক্যাল ছাত্রদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'A Society for Medical Institution'। অন্যদিকে বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা না থাকায় চিকিৎসক সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি, বরং ইংরাজী ভাষায় পারদর্শি ধনী পরিবারের চিকিৎসকরা মফস্বলে বা গ্রামে যেতে অস্বীকার করায় এবং অধিক পারিশ্রমিক দাবী করায় পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করেছিল। তাই বাংলা ভাষায় মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আরও জোড়ালো হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে ১৮৪২-৪৩ সালে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পদের জন্য বাংলা ভাষায় চিকিৎসকদের শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ডা. এফে. জে. মৌয়াট। অন্যদিকে রামকমল সেন ১৮৪৪ সালে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত ইংরাজী গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে মেডিক্যাল ছাত্রদের শিক্ষাদানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষাপরিষদ পরিকল্পনা দুটিকে নাকচ করে দিয়েছিল।[৩২]

১৮৪৬-৪৯ এই চার বছরে গবেষনা ভিত্তিক তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, বাংলার সামরিক ও অসামরিক হাসপাতালে নেটিভ ডাক্তারদের অভাব অত্যাধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। ১৮৩০ সালের হিসাব অনুযায়ী নেটিভ ডাক্তারদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৮৬ জন। কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলাতে নতুন নতুন কার্যালয় এবং হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নেটিভ ডাক্তারদের সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৪০ করার চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছিল। সুতরাং প্রতিবছর সৃষ্ট খালিপদগুলি শিক্ষিত চিকিৎসকদের দ্বারা পূরণ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। অন্য দিকে মেডিক্যাল কলেজে বাংলা ভাষায় নেটিভ ডাক্তারদের শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে ডা. জ্যাকসনের মূল্যবান পরিকল্পনাটি শিক্ষাপরিষদ সমর্থন করেছিল। যেহেতু এই পরিকল্পনাটি গৃহীত হলে জনসাধারনের উপকার হবে এবং বাংলার পক্ষে একদল নেটিভ চিকিৎসকের অত্যাধিক প্রয়োজন, সেহেতু অবিলম্বে তা কার্যকর করার জন্য শিক্ষা পরিষদ সুপারিশ করেছিল।[৩৩] অবশেষে ১৮৫২ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে আলাদাভাবে ৪০ জন ছাত্রকে নিয়ে বাংলা ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান বিভাগ শুরু হয়েছিল। পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত ছিলেন এর প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট এবং শল্য বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব তাঁকেই প্রদান করা হয়েছিল। অন্যদিকে শিবচন্দ্র কর্মকারকে ভেষজ বিভাগ এবং প্রসন্ন কুমার মিত্রকে চিকিৎসাবিদ্যা বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই সময় ভেষজবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং শল্যবিদ্যাকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে তার চর্চা শুরু করা হয়েছিল। ভেষজের অধ্যাপক ই. গুডিভের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, দেশীয় ছাত্ররা বাংলা ভাষায় ভেষজ ও শল্যচিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য ঐ শ্রেনীতে ভর্তি হত।[৩৪]

ডা. জ্যাকসনের সুপারিশ অনুসারে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হলেও বাংলায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণীকক্ষের অভাব, নিম্নমানের শিক্ষা ও শুধুমাত্র শিক্ষকদের বক্তৃতার উপর নির্ভরশীলতার ফলে ইংরাজী মাধ্যমের ছাত্রদের সমতুল্য হয়ে ওঠা বাংলা বিভাগের ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৮৫৭ খৃঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৬০ সাল থেকে মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রনের ভার সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় চলে আসে এবং যে নতুন ডিগ্রি ডিপ্লোমাগুলি চালু হয়েছিল, সেগুলি হল L.M.S (Licen in Medicine and surgery), M.B. (Bachelor of Medicine) এবং M.D. (Doctor of Medicine)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম M.D. ছিলেন ডাঃ চন্দ্রকুমার দে (১৮৬২ খৃঃ) কিন্তু তিনি ডাক্তারি পাশ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে, তাই ১৮৫৬ খৃঃ তাঁর সম্পাদিত 'Disorders of the Blood by Vogel' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ...। দ্বিতীয় M.D. ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার, এছাড়া সূর্য্যকুমার চক্রবর্তী ছিলেন প্রথম ভারতীয় আই. এম. এস। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নিয়ম অনুসারে মেডিক্যাল কলেজের পাঠ্যক্রমের কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল, তার মধ্যে ব্যবহারিক রসায়ণের সৃষ্টি, রোগীর শয্যাপার্শ্বে সঠিক পাঠদানের সুযোগ বৃদ্ধি ছিল অন্যতম। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪৫৬ জন দেশীয় চিকিৎসক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করেছিল।[৩৫]

উনিশ শতকের শেষের দিকে কলকাতায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বহু হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল যেমন ১৮৮১ খৃঃ ইডেন হাসপাতাল, ১৮৮৭ খৃঃ এজরা হাসপাতাল, ১৮৯০ খৃঃ ডাফরিন হাসপাতাল, ১৮৯১ সালে বিখ্যাত অভিজাত পরিবারের সন্তান শ্যামাচরণ লাহার অনুদানে একটি বড় চক্ষু হাসপাতাল এবং ১৮৯৭ সালে কলকাতা কর্পোরেশন এবং শম্ভুনাথ পন্ডিত আউটডোর ডিসপেনসারীর যৌথ তহবিলে ভবানীপুরে নির্মিত হয়েছিল শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতাল। ১৮৮৭-৮৮ খৃঃ প্রকাশিত মেডিক্যাল কলেজের একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা যায় যে, মেডিক্যাল কলেজ তার ৫৩ টি সেশন শেষ করেছিল। পূর্ববর্তী ৪৫ বছরে যে ১০৬৯ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছিল তাদের মধ্যে ২৬ জন সিংহলী, ২৬৪ জন হসপিটাল এপ্রেন্টিস, ৬ জন বর্মিজও ৭৭৩ জন ছিল বাঙ্গালী। অন্যদিকে ১৯০৩ খৃঃ মধ্যে সরকার দেশীয় ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করেছিল কারণ ততদিনে বাংলার মানুষ ইংরাজী ভাষাকে মোটামুটি ভাবে রপ্ত করেছিল এবং পশ্চিমী ঔষধের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়েছিল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সুতরাং বাংলার চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে আয়ুর্বেদ ও ইউনানীর পর শুরু হয়েছিল পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানের যুগ। পোর্তুগীজরা এক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করলেও ইংরেজরাই বাংলায় পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বাংলায় কোম্পানির শাসনের পূর্বে ও শাসনের গোড়ার দিকে সুনির্দিষ্ট কোন জনস্বাস্থ্যনীতি ছিল না। স্বাস্থ্য, রোগব্যাধি ও মহামারীর প্রতিরোধ ও প্রতিকার ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতীয় ভূখন্ডে ক্রমশ কোম্পানির রাজনৈতিক, সামারিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত তৎপরতা এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল। এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতক ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে উনিশ শতকের বাংলায় জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধিগুলির প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রভৃতি যাবতীয় তৎপর তার সূত্রপাত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যবাহিনী ও অন্যান্য কর্মচারীদের অকাল মৃত্যু ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার সূত্র ধরেই। এই শতকের গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যার সূচনা হয়েছিল। তবে প্রথমদিকে শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্য নিয়ে সরকারের মাধাব্যাথা ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে তারা উপলব্ধি করেছিল যে, কেবলমাত্র ইউরোপীয়দের চিকিৎসার দ্বারা রোগব্যাধির সংক্রমন রোধ করা সম্ভব নয়। এর জন্য এদেশীয় জনগণকেও চিকিৎসা ব্যবস্থার আওতায় আনা উচিত। সেই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল নেটিভ হাসপাতাল। কিন্তু নেটিভ হাসপাতালের উপর চাপ বাড়তে থাকার কারণে সেই প্রতিষ্ঠানের শল্য চিকিৎসক জেমস্ রোনাল্ড মার্টিন ফিভার হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। পরবর্তীকালে সরকার কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে তার লক্ষ্য পূরণে অনেকটাই সফল হয়েছিল। সুতরাং গোটা উনিশ শতক জুড়ে ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সরকারি, বেসরকারী ও যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল বহু হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি। যার ফলে বাংলায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিত অনেকটা মজবুত হয়েছিল।

Reference:

১. Arnold, David *Colonizing the Body, State Medicine and Empire Disease in Nineteenth Century India*, Oxford University Press, Delhi, 1993, p. 8

২. Curtin, Philip D *Death by Migration Europe's Encounter with the Tropical World in the 19th Century*, CUP, 1989, Daniel Hedrick, *The tools of Empire: Technology and European Imperialism in the 19th Century*, Oxford, 1981

৩. Pati, Biswamoy and Harrison, Mark *Health, Medicine and Empire Perspectives on Colonial India*, Orient Longman, 2001, Introduction

৪. Bala, Poonam *Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio Historical Perspective*, New Delhi, Sage Publications, 1991, Introduction

৫. Jeffery, Roger *The Politics of Health in India,* Cambridge University Press, London, 1988, p. 51, Long, J. Vernacular Education for Bengal- in *Calcutta Review 1854*, vol-22, p. 329

৬. Sharp, H. *Selections from Educational Records 1781-1839*, Part-I, Superintendent Government Printing, Calcutta, 1920, p. 22

৭. Jaggi, O.P. *History of Science Technology and Medicine in India,* vol-xiv, Atma Ram, Delhi, 1979, p. 67

৮. Lushington, Charles *The History Design and Present State of the Religion*, Benovolent and Charitable Institution, Founded by the British in Calcutta and Its Vincinity, 1824, Calcutta, p. 314

৯. 'Formation of a Native Medical Establishment' in *The Asiatic Journal and Monthly Register*, Feb, 1923, p. 170

১০. *Report from the Select Committee 1833*, Calcutta, p. 271

১১. দে, পূর্নচন্দ্র, *কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ*, বঙ্গশ্রী, জৈষ্ঠ্য, পৃ. ৫৭০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১২. Hehir, P. *The Medical Profession in India*, Generic, Londan 1923, p-7, Sharp, H. *Selections from Educational Records 1781-1839*, Part-I, p. 184

১৩. রায়, বিনয়ভূষণ, *চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস (উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব)*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, অক্টোবর, ২০০৫, পৃ. ২৫-২৬

১৪. *Report of the Committee appointed by Right Honourable the Governor of Bengal for the establishment of a Fever Hospital and for the inquiry into local management and taxation in Calcutta*, Bishop's College press Calcutta, 1839, p. 12

১৫. Ibid, p. 1

১৬. *Report of the Committee appointed by Right Honourable the Governor of Bengal for the establishment of a Fever Hospital and for the inquiry into local management and taxation in Calcutta*, Calcutta, 1839, Appendix A, Bishop's College press, p. 4-1

১৭. *Report of the Committee of the fever Hospital and Municipal inquiry, Appendix B containing the correspondence of the committee on the Fever Hospital and municipal improvements with the governor of Bengal*, Bishop's College press, Calcutta, 1840, p-3-4

১৮. Ibid, Appendix B, p. 13-15

১৯. *Report of the Committee of the fever Hospital and Municipal inquiry, Appendix B (containing the correspondence of the committee on the Fever Hospital and municipal improvements with the governor of Bengal)*, Calcutta, 1840, p. 115-120

২০. Eatwell, W.C.B. *On the Rise and Progress of Rational Medical Education in Bengal*, P.M. Craneburge, Military Orphan Press, Calcutta, 1860, p. 17-18, Ukil, A.C. *Centenary of the Medical College Bengal 1835*, Medical College, Kolkata, 1935, p. 7

২১. Trevelyan, C.E. *On the Education of the People of India*, Longman, London 1838, p-209

২২. Ibid, p. 207

২৩. Keswari, N.H. *Medical Education in India*, Vide-C.D. O Malley edited- 'The History of Medical Education', University of California press, 1970, London, p. 357

২৪. 'The Rise and Progress of the Medical College of Bengal', Calcutta, in *The King's College Magazine*, Vol-I, Feb. 1851, p. 249-50

২৫. Ukil, A.C. *Centenary of the Medical College Bengal 1835*, p. 12

২৬. Deb, Raja Binaya Krishna *The Early History and Growth of Calcutta*, Romesh Chandra Ghosh, Grey Street, 1905, p. 88

২৭. Smith, Geroge *The Life of Alexander Duff*, DD., L.L.D, Vol-I, Butler and Tanner, The Selwood Printing, London, 1879, p. 217-218

২৮. Ukil, A.C. *Centenary of the Medical College Bengal 1835*, p .12

২৯. 'Hindu Medicine and Medical Education' in *The Calcutta Review* Vol-XLII, 1866, p-117-118

৩০. Ukil, A.C. *Centenary of the Medical College Bengal 1835*, p. 14

৩১. রায়, বিনয়ভূষণ, *উনিশ শতকে বাংলায় বিজ্ঞান সাধনা*, সুবর্নরেখা কলকাতা, ১৯৮৭ পৃ. ৬৭

৩২. তদেব, পৃ. ৬৯-৭০

৩৩. Proceedings of the Government of Bengal General Department (Education Branch), 1851, 19th November, p. 15, WBSA

৩৪. The Calcutta Review, 1854, Vol-22, p. 328-29

৩৫. রায়, বিনয়ভূষণ, *চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস (উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব)*, পৃ. ১২৩

৩৬. Buchanan, W. J. 'The Introduction and Spread of Western Medical Science in India', *Calcutta Review*, No-275-78, 1914, p. 419-20